2 2 NOV 1991

দৈনিক খবর

১৫ দফা দাবী আদায়ে ঃ

শিক্ষক ফেডারেশনের সমাবেশে কর্মসূচী ঘোষণা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন অবিলম্বে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্যে সম্প্রতি

২ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক ফেডারেশনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার ঘোষিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের মূল বেতনের ১শ" ভাগ ১লা জুলাই '৯১ থেকে কার্যকর করার দাবীসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল এ কে এম শহীদুল্লাহ। অধ্যক্ষ বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক জনাব আলী ও অধ্যাপক আবদুর রব।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, ফেডারেশনের পক্ষ থেকে গত ২০শে আগস্ট ১৫ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হলেও অদ্যাবধি সরকার এ বিষয়ে সামান্যতম ইতিবাচক পদক্ষেপ নেননি। এর বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ আগামী ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত এক দীর্ঘ কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল এ কে এম শহীদুল্লাহ নতুন জাতীয় বেতনক্রম সরকারী শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তকরণ, শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম অবিলম্বে চালুকরণ, সরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি ও শূন্যপদ পূরণের দাবী জানান।

সভায় যে কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য সরকারের কাছে দাবী করা হয়।

কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘকালব্যাপী এক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

আগামী ২৩শে নভেম্বর কালো ব্যাজ ধারণ, ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর জেলা উপজেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়, ২৬শে নভেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন করা হবে। ৯ই ডিসেম্বর পূর্ণ দিবস প্রতীক ধর্মঘট, ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ২ ঘন্টা কর্মবিরতি, ১৭ই ডিসেম্বর পূর্ণ দিবস প্রতীক ধর্মঘট, ১৮ই ডিসেম্বর সারাদেশে উপজেলা নির্বাহী অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, ১২ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত পুনরায় ২ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন, ২রা জানুয়ারী '৯২

'৯২ পূর্ণদিবস প্রতীক ধর্মঘট, ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকায় ফেডারেশনের প্রতিনিধি সম্মেলন, ৫ই জানুয়ারী সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, ৬ই জানুয়ারী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরের জনগণের সমাবেশে আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন এবং ৭ই জানুয়ারী থেকে পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পূর্ণদিবস ধর্মঘট পালন করবে।

সমাবেশের পর মিছিল সহকারে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বাধা প্রদান করে। প্রেসক্লাবের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণকারী বিক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মন্ত্রনালয়ে গিয়ে শিক্ষা সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশের জন্য শিক্ষা সচিবের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হলে শেখ আমানুল্লাহ ও প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি শিক্ষক প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে গিয়ে শিক্ষা সচিবের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। পরে মিছিল সহকারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঢাকা জেলা প্রশাসকের অফি[illegible] স্মারকলিপি পেশ [illegible]া হয়।